BANGLADESH JOURNAL OF ISLAMIC THOUGHT, 14(21), 2018: 97-104

Copyright © BIIT

ISSN 1816-689X

Research Note

ইসলামে সৌন্দর্যতত্ত্বের নীতিমালা

সংক্ষেপিত ভাষান্তরঃ শাকিল সোহায়েব আব্দুল্লাহ, সংক্ষেপিত ভাষান্তরের ক্ষেত্রে অধ্যাপক শাহেদ আলী কর্তৃক প্রণীত এবং বিআইআইটি কর্তৃক প্রকাশিত *আত-তাওহীদ: চিন্তাক্ষেত্রে ও জীবনে এর অর্থ ও তাৎপর্য* শীর্ষক গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদের সহায়তা নেয়া হয়েছে।

ভূমিকা

ড. ইসমাঈল রাজী আল ফারুকী গত শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও ইসলামি চিন্তাবিদ। তার রচিত গ্রন্থ "Al Tawhid: Its Implications for Thought and Life" একটি অনন্য সাধারণ কীর্তি। তিনি এ গ্রন্থের শেষে "Principle of Esthetics" শিরোনামে একটি অধ্যায় রচনা করেন। সেখানে তিনি পাশ্চাত্যের মোকাবিলায় ইসলামের নন্দনতাত্ত্বিক শ্রেষ্ঠত্ব ও স্বাতন্ত্র তুলে ধরেন। বাংলা ভাষায় এ বিষয়ে কম কাজ হয়েছে। সেক্ষেত্রে এ লেখাটি নন্দনতত্ত্ব সংক্রান্ত গভীর প্রশ্নগুলো সম্পর্কে ধারণা লাভে সাহায্য করবে। এখানে অত্যন্ত জটিল একটি আলোচনার মূলকথাগুলি সংক্ষিপ্ত আকারে সরল ভাষায় উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। বিষয়টি আরও গভীরভাবে জানতে হলে পাঠককে মূল বইটি পড়ে নিতে হবে।

১. মুসলিম শিল্পের একত্ব ও তার প্রতিদ্বন্দ্বীগণ

ইসলামি শিল্পকলার একত্ব সম্পর্কে বিতর্ক অর্থহীন। যদিও, ইতিহাসবিদরা কাল ও স্থানের পার্থক্যের কারণে বিচিত্র মোটিফ, উপাদান ও স্টাইলের কথা বলেছেন, তারপরও তারা এর উদ্দেশ্য ও রূপের একতার কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। কর্ডোভা থেকে মিন্দানাও পর্যন্ত দেশগুলো ইসলামে দীক্ষিত হবার পর এর শিল্পকলায় একই রকম গঠণগত বৈশিষ্ট্য ও বিকাশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এতে দেখা যায় স্টাইলাইজেশনের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং একটি ডিজাইনকে বিভিন্ন দিকে সীমাহীনভাবে বিস্তৃতির শৈলীকে গ্রহণ করা হয়েছে। ইসলামি শিল্পকলায় কুরআন, হাদিস এবং আরবি ও ইরানি কবিতার আবেগদীপ্ত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলোকে আরবি ক্যালিওগ্রাফি আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। একইভাবে সকল যুগের মুসলমানেরা কুরআন তেলাওয়াত ও আযানের ধ্বনির প্রতি গভীর আবেগে সাড়া দিয়েছে, যদিও অনেক ক্ষেত্রেই এগুলোর অর্থ তারা খুব সামান্যই বুঝতে বা একেবারেই বুঝত না। এসব ক্ষেত্রে বুঝার বিষয়টি কার্যকারী না তাকলেও উপলব্ধি ব্যাপারটি পুরোপুরি কার্যকর থাকত এবং এর মাধ্যমে তারা কুরআন ও আযানের ধ্বনির শৈল্পিক মূল্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হতো। আসলে তাদের এই শৈল্পিক বোধ, যারা কুরআনকে তাত্ত্বিক বা অর্থগতভাবে বুঝতে তাদের মতই শক্তিশালী ছিল, কারণ শৈল্পিকবোধের ক্ষেত্রে উপলব্ধি ও ইন্টুইশনের ভূমিকাই প্রধান। এভাবে দেখা যায় ইসলামের নান্দনিকবোধ এতটাই শক্তিশালী এবং এর অন্তর্গত ঐক্য এতটাই স্বতঃস্ফূর্ত যে ভৌগলিকভাবে পৃথক বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অঞ্চলে এর বিস্তৃতি ঘটা সত্ত্বেও এর মধ্যকার একতা এবং সংহতি কিছুমাত্র ক্ষুন্ন হয়নি। এখানে ইসলামিক স্থাপত্যগুলো

অ্যারাবেস্ক (Arabesque) এবং আরবি ক্যালিওগ্রাফি দ্বারা অলংকরণের মাধ্যমে সুপরিচিত। এভাবে ভিন্ন ভিন্ন জাতি, বর্ণ, ভাষা ও জীবন-পদ্ধতির মানুষগুলোর দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম যে সাহিত্যিক ও শৈল্পিক মূল্যবোধে দান করেছে তার মধ্যে সাযুজ্য লক্ষ্য করা যায়।

পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের মধ্যে ইসলামি শিল্পকলা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা এবং পক্ষপাতদুষ্টতা রয়েছে। তাদের ধারণা, শিল্পকলায় কোনো অবদান রাখতে 'ইসলাম' মুসলিম জাতির জন্যে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইসলাম শিল্পকলাকে সীমিত করেছে, শৈল্পিক প্রবণতাগুলো নষ্ট করেছে। ইসলামের একমাত্র শিল্পকলার দৃষ্টান্ত হচ্ছে আরবি ক্যালিওগ্রাফী। পাশ্চাত্যের এক পণ্ডিত হার্জফিল্ড একে 'অন্ধ গোঁড়ামি' বলে মন্তব্য করেছেন। পাশ্চাত্যের দাবি, মুসলমানদের মধ্যে যারা সত্যিকার শিল্পকর্ম তৈরি করেছে, তারা ইসলামকে অনুসরণ করে নয় বরং ইসলামকে ডিঙ্গিয়ে ও এর সীমালংঘন করেই তা করেছে। যেমন- মুসলিম অভিজাত শাসকরা তাদের মহল বা পাঠাগার মানুষ ও জীবজন্তুর প্রতিকৃতি দিয়ে অলংকৃত করেছেন। ইসলামকে ডিঙ্গিয়ে যে শিল্পকর্ম তৈরি হয়েছে তা মুসলিম বিশ্বের সামগ্রিক সৃষ্টিকর্মের মধ্যে অত্যন্ত ক্ষুদ্র স্থান দখল করে আছে মাত্র।

পাশ্চাত্যের শিল্পীরা আরও সমালোচনা করে বলেন যে, মুসলিমরা সকল শিল্পকর্মের সম্মুখভাগ নক্সা দিয়ে আচ্ছাদিত করেছেন। এর মনস্তাত্ত্বিক কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তারা বলেন: "মুসলিম শিল্পীরা বিশ্বাস করেন যে, প্রকৃতি শূন্যতা বরদাশত করতে পারে না। এজন্যে তারা নক্সা দিয়ে সকল স্থানের শূন্যতা পূরণ করতে চেয়েছেন"। দুর্ভাগ্যের বিষয় হল যে, পাশ্চাত্যে তাদের নীতি ও মানদণ্ডের আলোকে ইসলামি শিল্পকলাকে বিচার করতে চেয়েছে। মুসলিম সংস্কৃতির প্রকাশক ইসলামি শিল্পকলার তারা যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা বিভ্রান্তিকর ও হাস্যকর। তারা সকলেই অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছেন, ইসলামি শিল্পকলায় প্রতিকৃতি এবং ন্যাচারালিজম (Naturalism) একেবারেই অনুপস্থিত। তারা এখানে এমন কিছু পাননি যার সাথে তারা পাশ্চাত্যের শিল্পকে সম্পৃক্ত বা তুলনা করতে পারেন। ফলে ইসলামি শিল্পকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তারা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েছেন।

এবার আমরা গ্রিক শিল্পের সাথে নিকটপ্রাচ্যের শিল্পের তুলনা করবো। গ্রিক শিল্পের মূল কথা হচ্ছে প্রকৃতিবাদ বা ন্যাচারালিজম। তাদের থিওরি মতে, পাথর কেটে মানুষের প্রতিকৃতি (Portrait) নির্মাণ হচ্ছে সর্বোচ্চ শিল্প। তারা মনে করে প্রকৃতির মধ্যে মানুষই সবচেয়ে ঐশ্বর্যপূর্ণ এবং সবচেয়ে জটিল অস্তিত্ব। মানব সত্তার গভীরতা এবং অন্তর্নিহিত বৈচিত্র্য হচ্ছে শিল্পীর অনুসন্ধান, আবিষ্কার ও প্রকাশের জন্য একটি অন্তহীন খনি। মানুষ হচ্ছে সবকিছু বিচার ও পরিমাপের মানদণ্ড। খোদ ঐশী সত্তাকে ধারণ করা হয়েছে মানুষের প্রতিমূর্তিতে। তাদের ধর্ম হচ্ছে মানবতাবাদ। তাদের উপাসনা হচ্ছে মানব প্রকৃতির অন্তহীন গভীরতা ও বৈচিত্রের অনুসন্ধান। গ্রিক বা হেলেনিক সংস্কৃতির এই সার নির্যাসের প্রতিফলন ঘটেছে হেলেনিক শিল্পে।

অন্যদিকে, নিকটপ্রাচ্যে ঠিক এর বিপরীত অবস্থা দেখা যায়। তারা মনে করে মানুষ একটি সৃষ্টি মাত্র। স্রষ্টার ইবাদতের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট। মানুষ কোনো কিছুর চরম লক্ষ্য নয়, সে কোনো কিছুর মানদণ্ড নয়। মানদণ্ড একমাত্র স্রষ্টাই স্থাপন করেন। তার দেয়া নিয়মই হচ্ছে মানুষের জন্যে আইন। এখানে কোনো প্রমিথিউস নেই। সব সৃষ্টিই দাস মাত্র। স্রষ্টার আদেশ পালন করলে করুণা লাভ করবে, পালন না করলে করুণা বঞ্চিত হবে, আদেশ লংঘন করলে ধ্বংস হবে। স্রষ্টার ইচ্ছাকে কীভাবে পূর্ণ করা যায় এই হবে মানুষের সার্বক্ষণিক চিন্তা। তার লক্ষ্য হচ্ছে স্রষ্টামুখী হওয়া। এটাই তার জীবনের তাৎপর্য এবং এভাবেই সে একটি মহাজাগতিক মর্যাদা অর্জন করে। অবশ্যম্ভাবীভাবে নিকটপ্রাচ্যের সমস্ত শিল্পকলাই হচ্ছে নিকটপ্রাচ্যের এই সমস্ত বিশ্বাসের প্রতিফলন। অন্যদিকে,

গ্রিকরা মনে করে, প্রকৃতি সর্বোপরি মানব প্রকৃতি তথা মানুষ হচ্ছে স্রষ্টার শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী। আর তাই প্রমিথিউস কোনো গল্প-কাহিনী নয়, বরং সে হচ্ছে প্রভূত্ব অর্জনের জন্য স্রষ্টার সাথে মানুষের সংগ্রামের কাব্যিক উপাখ্যান। তাই প্রথমত, স্রষ্টা ও প্রকৃতির মধ্যে গ্রিকরা যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিল তা মোকাবেলা করা এবং মানুষের চেতনা থেকে তা সরিয়ে ফেলা দরকার। দ্বিতীয়ত, সমগ্র চেতনা স্রষ্টার দিকে নিমগ্ন রাখা উচিত যিনি সকল কিছুর উৎস এবং প্রভু। আর এজন্যই আলেকজান্ডারের অনেক আগে নিকটপ্রাচ্যের শিল্প গ্রিক প্রকৃতিবাদ তথা ন্যাচারালিজম থেকে মুক্তির জন্য স্টাইলাইজেশন উদ্ভাবন করে।

২. নন্দনতত্ত্বে অতীন্দ্রিয়তা

তাওহিদ দ্বারা বুঝায় যে স্রষ্টা সৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। যা সৃষ্ট তা কোনোভাবেই অতীন্দ্রিয় নয়, আল্লাহই একমাত্র অতীন্দ্রিয় সত্তা। তাওহিদ আমাদের জানায় যে, স্রষ্টার মতো আর কিছুই নেই, তাই সৃষ্টি দ্বারা স্রষ্টাকে উপস্থাপন করা যায় না কোনোভাবেই।

কিন্তু গ্রিকরা ঈশ্বর বা গডকে মানবপ্রকৃতির মাধ্যমে উপস্থাপন করে। গ্রিকরা একে বলত Apotheosis অর্থাৎ ঐশীসত্তার মধ্যে মানবিকতার প্রতিস্থাপন (Transfiguration of a Human into Divinity)। পরবর্তীতে রোমানরা তাদের বিভিন্ন রাজা বাদশাহ্দের প্রতিকৃতি গড়ে। কিন্তু এটা করতে গিয়েও তারা রাজা বাদশাহদের দেবত্ব দান করে অর্থাৎ দেবতার পদমর্যাদায় আসীন করে। একইভাবে গ্রিক ভাস্কর্যশিল্পের পাশাপাশি নাট্যশিল্পেরও বিকাশ ঘটে দেবতাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের বিষয়টি তুলে ধরার জন্য। ওরিয়েন্টালিস্ট ফনগ্রুনেবাম ইসলামি শিল্প সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন, "ইসলামে কোনো প্রতিকৃতিধর্মী চিত্র, ভাস্কর্য ও নাটক নেই। কারণ ইসলামে এমন কোনো দেবতা নেই যে মানুষের রূপ ধরে অথবা এমন কোনো দেব- দেবী নেই যারা পরস্পর দ্বন্দ্বের লিপ্ত অথবা মন্দের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত"। তিনি কথাটি বলেছেন নিন্দা করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটাই ইসলামের বৈশিষ্ট্য ও মহত্ত্ব যে ইসলাম পৌত্তলিকতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

তাওহিদ শৈল্পিক সৃজনশীলতা বিরোধী নয়, সৌন্দর্য উপভোগেরও বিরোধী নয়। বরং তাওহিদ সৌন্দর্যকে পবিত্র গণ্য করে, এর পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎকর্ষ সাধন করে। তাওহিদ শুধু আল্লাহতে, তার ওহিতে বা ওহীর শব্দে পরম সৌন্দর্য দেখতে পায়। ইসলাম এই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে নতুন শিল্প তৈরি করতে চায়। মুসলিম শিল্পীর সূচনাবিন্দু "আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই" এই বাক্য। এর আলোকে তারা মনে করে, প্রকৃতির কোনো কিছুই আল্লাহর প্রতীক হতে পারে না বা আল্লাহকে ব্যক্ত করতে পারে না। তাই তারা স্টাইলাইজেশনের (শৈলীবদ্ধকরণ) মাধ্যমে প্রকৃতির সবকিছু উপস্থাপন করলেন। স্টাইলাইজেশেনের মাধ্যমে তারা সবকিছুর প্রাকৃতিকতা বা ন্যাচারালনেস (Naturalness) প্রত্যাখ্যান করলেন।

এভাবে মুসলিমরা অংলকরণ শিল্পকে 'অ্যারাবেস্ক'- এর রূপ দান করেন। অ্যারাবেসক হচ্ছে এমন একটা Non-developmental নকশা যা বিভিন্ন দিকে অন্তহীনভাবে বিস্তৃত হতে পারে। কাপড়, ধাতু, ফুলদানি, দেয়াল, ছাদ, থাম, জানালা বা বইয়ের পাতা যেকোনো কিছুর ওপর এই নকশা অলংকৃত হয়ে শিল্পীর ইচ্ছেমত নানা দিকে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

এই আলোচনা থেকে বুঝা যায়, কেন মুসলিমদের অধিকাংশ শিল্পই বিমূর্ত। এমনকি যেখানে তারা গাছ, প্রাণী এবং মানুষের প্রতিকৃতি ব্যবহার করেছেন, তারা এমনভাবে তা স্টাইলাইজ (শৈলীবদ্ধ) করেছেন যাতে তার

প্রাকৃতিকতা বা ন্যাচারালনেস বিনষ্ট হয়। একই কারণে মুসলিমরা এমনভাবে আরবি স্ক্রিপ্টের বিকাশ ঘটিয়েছেন যাতে একে একটি অন্তহীন 'অ্যারাবেস্ক'-এ পরিণত করা যায়। ক্যালিওগ্রাফিতে একজন ক্যালিওগ্রাফার সম্পূর্ণ তার ইচ্ছা ও রুচিমত যেকোনো দিকে যেকোনো আরবি বর্ণকে বিস্তৃত করতে পারেন। একইভাবে এ বিষয়টি মুসলিম স্থাপত্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যার কাছে দালান হচ্ছে পরিকল্পনার দিক থেকে একটি অ্যারাবেস্ক শিল্পকলা। ভৌগলিক ও জাতিগতভাবে মুসলিম শিল্পীরা যতই পৃথক হোক না কেন তাদের মধ্যে সাধারণ বিভাজক (Common Denominator) হচ্ছে আত-তাওহিদ।

ক. ইসলামে নান্দনিকতার নতুন দিগন্ত

স্টাইলাইজেশন যা কি না নিকটপ্রাচ্যে অনুশীলিত হতে তা আলেকজান্ডার ও তার উত্তরসূরীদের চাপিয়ে দেওয়া হেলেনিক ন্যাচারালিজমের মোকাবেলায় এক নতুনতর পূর্ণতার মাত্রায় উন্নীত হয়। বর্তমান খ্রিষ্টান ছদ্মাবরণে হেলেনিজমের মোকাবেলায় ইসলামের নন্দনতাত্ত্বিক শক্তি ঠিক ততটাই প্রবল যতটা প্রবল এর ধর্মতাত্ত্বিক শক্তি। ইসলাম যেভাবে যীশু খ্রিষ্টের ঐশ্বরিকতাকে প্রত্যাখ্যান করে ঠিক সেভাবেই প্রকৃতির নন্দনতাত্ত্বিক প্রকাশে ন্যাচারালিজমকে প্রত্যাখ্যান করে এবং স্টাইলাইজেশনকে উৎসাহিত করে।

অকেন ক্ষেত্রে এমন হতে পারে যে, ডিন্যাচারালাইজেড (Denaturalized) বস্তু আরো প্রকটভাবে ন্যাচারালিজমকে উৎসাহিত করতে পারে, ঠিক যেমন অনেক সময় অসুস্থতার মাধ্যমে সুস্থতার প্রকাশ ঘটানো হয় এবং মৃত্যুর মাধ্যমে জীবনের প্রতিফলন ঘটানো। তাই মুসলিম আর্টিস্টরা এ সমস্যার সমাধান করেন রিপিটেশান বা পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে। স্টাইলাইজড গাছ বা ফুলের অনির্দিষ্ট পুনরাবৃত্তি ঘটানো হয়। প্রকৃতি বহির্ভূত কোনো বিষয় একইভাবে বারবার প্রকাশ করলে তা অপ্রকৃতিত্বকেই (Non-nature) প্রকাশ করে।

১. আরব মনন ইসলামের ঐতিহাসিক ভিত্তি

আরব মনন ইসলামের ভিত্তিমূল। ইসলামের পূর্বে আরবি ভাষা ও লেখন শিল্পের অর্জন ছিল প্রস্তুত এবং ওহী বহনের ক্ষমতাসম্পন্ন।

আরব মননের প্রথম হাতিয়ার হচ্ছে আরবি ভাষা। আরবি শব্দ প্রাথমিকভাবে তিনটি ব্যঞ্জন ধাতুমূল নিয়ে গঠিত, যার প্রত্যেকটিরই তিনশরও বেশি যেকোনো তিনটি ব্যঞ্জনের সমন্বয়ের প্রতি নতুন অর্থ আরোপ করা যেতে পারে। তাই ওয়েবস্টার বা অক্সফোর্ডের মতো আরবি ভাষার একটি অভিধান, যাতে সকল শব্দ সংকলিত এবং তালিকাবদ্ধ হবে, তা একেবারেই অসম্ভব। কারণ আবহমানকাল থেকে পরিচিত সকল শব্দমূলের ধাতুরূপ করা হয়নি। ধাতুমূলের তালিকা কখনো বন্ধ হয়নি।

আরবি ভাষার গঠনমূলক প্রকৃতি তার কবিতাকেও গঠন করে। আরবি কবিতা স্বতন্ত্র, সম্পূর্ণ এবং স্বাধীন শ্লোক নিয়ে গঠিত। কবিতা শুরু থেকে সমাপ্তির দিক পাঠ করা হোক বা সমাপ্তি থেকে শুরুর দিকে, বরাবরই একই রকম মাধুর্য বজায় রাখে। পুনরাবৃত্তিতে আমরা আনন্দিত হই। কোনো আরবি কবিতাই সম্পূর্ণ বা বন্দি নয়। অর্থাৎ আরবি কবিতাকে উভয় দিকে টেনে নিয়ে অগ্রসর হওয়া সম্ভব শুরুতে এবং অন্তে। কবিতার রচয়িতা তো বটেই, যেকোনো মানুষই এটা করতে পারে সৌন্দর্যকে বিন্দুমাত্র ক্ষুন্ন না করে। তাই আরব জগতে এটা কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয় যে, কোনো কবি তার মহৎ শ্রোতাদের উপস্থিতিতে সেই শ্রোতার মৌখিক সাহায্য লাভ করেন।

২. ইসলামের প্রথম শিল্প কুরআন

যদি কোনো কিছু শিল্প হয়ে থাকে তবে কুরআনই হচ্ছে সেই শিল্প। মুসলিম মন কিছু দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকলে তা হচ্ছে এই কুরআন। আর এই প্রভাব নান্দনিকতার দিক থেকে গভীর। এমন কোনো মুসলমান নেই কুরআনের সুরমূর্ছনা যার মর্মমূলে নাড়া দেয়নি। কুরআনের এ দিকটাকেই 'ই'জাজ' বলে, মানে হচ্ছে "অবাক করে দেয়ার ক্ষমতা" (Power to Incapacitate)। কুরআন নিজেই সর্বোচ্চ সাহিত্যিক, শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী আরবদের আহ্বান করছে কুরআনের মতো কিছু সৃষ্টি করতে (সুরা বাকারা, ২: ২৩)। কুরআনই আবার তাদের ব্যর্থতার জন্যে তিরষ্কার করছে (সুরা ইউনুস, ১০: ৩৮; সুরা হূদ, ১১: ১৩; সুরা বনী ইসরাঈল, ১৭: ৮৮)। কুরআনকে বলা হয় যাদুর কিতাব (সুরা আম্বিয়া, ২১: ৫৩; সুরা আল ফুরকান, ২৫: ৪), কেবলমাত্র শ্রোতাদের চেতনার ওপর এর ক্রিয়ার কারণে। কুরআনের আয়াতগুলো কবিতার জ্ঞাত প্যাটার্নের সাথে খাপ খায় না। প্রত্যেকটি পূর্ববর্তী বা পরবর্তী আয়াতের সাথে ছন্দে মিলে যায়। এর আবৃতি পাঠক ও শ্রোতার মনে প্রবল গতি সঞ্চার করে এবং শ্রোতা পরবর্তী আয়াতটি আশা করতে থাকে।

মুসলিম আরবরা কি পরবর্তী শতকে কোনো শিল্প নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল? তারা কি বিজিত জাতিগুলোর শিল্পকলায় কোনো অবদান রেখেছিল? ইসলামি শিল্প বিষয়ক পাশ্চাত্য ইতিহাসবিদদের প্রত্যেকেই অজ্ঞতা বা পূর্বনুমান বশত এর উত্তরে বলেছেন, 'না'। তারা অন্তহীনভাবে বার বার এ কথাই বলেন, "মুসলিম শিল্পকলা তার আরব অতীত থেকে বলতে গেলে কিছুই অর্জন করেনি"। অথচ প্রকৃত সত্য অভিযোগের সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা গোটা ইসলামি শিল্পকলাই অর্জিত আরব অতীত থেকে। একটি শিল্প প্রকৃত শিল্প হয়ে ওঠে তার স্টাইল, উপাদান ও প্রকাশভঙ্গির ওপর ভিত্তি করে, যা প্রায় সবক্ষেত্রেই ভৌগোলিক বা সামাজিক আবহ থেকে অর্জিত সকল ইসলামিক শিল্প সাযুজ্যপূর্ণ এবং কাঠামোগতভাবে এক। কারণ এর ভিত্তি হচ্ছে ইসলামের মাধ্যমে পাওয়া আরব মনন ও ঐতিহ্য। আরব মনন ও ঐতিহ্যের রীতি প্রণালীগুলো দ্বারাই সকল মুসলমানদের শিল্প সৃষ্টি নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

খ. দৃশ্যমান শিল্পে নান্দনিকতার প্রকাশ

পাশ্চাত্যের দৃশ্যমান শিল্প পুরোপুরি মানবপ্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু মুসলমানরা মানবপ্রকৃতি নয় বরং স্রষ্টার গুণাবলীর ব্যাপারে আগ্রহী। মানবপ্রকৃতির নতুন নতুন দিককে প্রকাশ করা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। এ জন্য এ শিল্প নন্দনতাত্ত্বিকভাবে প্রতিকৃতির আলোচনা করেনি। মানবপ্রকৃতির বৈচিত্রপূর্ণ রূপগুলো তারা চিত্রিত করেননি। স্রষ্টাই হচ্ছে তার প্রথম প্রেম এবং শেষ আবিষ্টতার বিষয়। তাই মুসলমানরা তাঁর উপস্থিতি নির্দেশ করে এমন সব অবলম্বন ও উদ্দীপক দিয়ে নিজেদের পরিবেষ্টিত করেন।

স্টাইলাইজেশনের মাধ্যমে যেহেতু প্রকৃতিত্ব থেকে মুক্তকরণ বা ডিন্যাচারালাইজেশন করা যায় সেহেতু মুসলিমরা একে গ্রহণ করেন এবং একে উৎকর্ষের দিকে নিয়ে যান।

স্টাইলাইজেশনের উৎকর্ষ সাধন

১. স্টাইলাইজেশনের অর্থ হচ্ছে ভেরিয়েশন এবং ক্রমবিকাশের (Development) অনুপস্থিতি। উদ্ভিদজগতে কাণ্ড থেকে শুরু করে শাখা-প্রশাখা পর্যন্ত ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু

স্টাইলাইজেশনে তারা কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখা সবকিছুর ঘনত্ব, টেক্সচার এবং আকৃতি পুরো চিত্রকর্মে একই রকম রাখলেন। অর্থাৎ কোনো ভেরিয়েশন নেই।

২. ভেরিয়েশনের অভাবে চিত্রকর্মে কোনো ক্রমবিকাশও ঘটল না। একটা চিত্রকর্মে সব পাতা এবং ফুল একই রকম থাকল।

৩. ন্যাচারিলিজমকে পুরোপুরি এড়ানোর জন্য আরও যে কৌশলটি সংযোজন করা হলো তা হচ্ছে "ডিজাইনের পুনরাবৃত্তি (Repetition)"। বৃন্ত, ফুল এবং পাতার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে সেগুলোকে অন্তহীনভাবে পরপর সাজানো হল যা প্রকৃতিতে অসম্ভব। এভাবে প্রকৃতিকে চেতনা থেকে বাদ দেওয়া হল।

৪. এরপরও দর্শকদের চেতনায় প্রকৃতি যাতে কোনোভাবেই স্থান না পায় সে জন্যে তারা "জিওমিট্রোইজেশন" করলেন। তারা সরল, বক্র, ভগ্ন, বৃত্তাকার বিভিন্ন ধরনের রেখা এবং বিভিন্ন জ্যামিতিক আকৃতি ব্যবহার করলেন।

৫. সর্বশেষে তারা পুনরাবৃত্তির ক্ষেত্রে প্রতিসাম্য বা মিল (Symmetry) বজায় রাখলেন যাতে তা একই দূরত্ব বজায় রেখে সকল দিকে অগ্রসর হয়। এভাবে ডিজাইন অনন্ত দৃষ্টিক্ষেত্র জুড়ে বিস্তার লাভ করল। শিল্পী তার খেয়াল মতো যাকে বইয়ের পাতা, দেওয়াল, প্যানেল বা ক্যানভাসে স্থান করে দিতে পারেন। এমনকি যেখানে মানুষ ও প্রাণীর আকৃতি ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন কিছু পার্সিয়ান মিনিয়েচারগুলোতে, সেখানেও তাকে স্টাইলাইজেশনের মাধ্যমে প্রকৃতিত্ব থেকে মুক্ত (Denaturalize) করা হয়েছে। সেখানে প্রাণী বা মানুষের চেহারায় বা দেহে কোনো স্বাতন্ত্র্য, বৈশিষ্ট্য বা ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তোলা হয়নি। এ জন্যে পার্সিয়ান মিনিয়েচারগুলোতে মানবাকৃতিগুলোর একটি থেকে অন্যটির পার্থক্য করা যায় না। আরবি কবিতার মতোই মিনিয়েচারগুলো বিভিন্ন অংশ দ্বারা গঠিত, যা পরস্পর বিচ্ছিন্ন এবং প্রত্যেকটি অংশই একটি স্বতন্ত্র কেন্দ্র হিসেবে বিরাজমান।

৬. ইসলামি শিল্পের প্রতিটি চিত্রকর্ম এবং অলংকরণে একটি গতি রয়েছে। এই গতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধাবমান নকশার একটি ইউনিট থেকে অপর একটি ইউনিটে, একটি নকশা থেকে অপর একটি নকশায়, একটি দৃষ্টিক্ষেত্র থেকে অপর একটি দৃষ্টিক্ষেত্রে, যেমনটি আমরা দেখতে পাই বড় বড় প্রাসাদের বিশাল তোরণে, সম্মুখভাগে বা প্রাচীরগুলোতে। কিন্তু কোনো ইসলামি শিল্পকর্ম নেই যেখানে এই গতি চূড়ান্ত। অর্থাৎ এই গতি চলমান, যা দর্শকদের দৃষ্টিকে সদা চলমান রাখে। এবং তার কল্পনা ও মননে সৃষ্টি করে গতিশীলতা।

অ্যারাবেস্ক কি?

আমরা ওপরে এ পরিভাষাটি ব্যবহার করেছি, এটা ধরে নিয়ে যে পাঠক এ সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন। কেননা সব মুসলিম দেশে এই শিল্পরূপটি সর্বব্যাপী এবং এটি সকল ইসলামি শিল্পকর্মের একটি সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য বা উপাদান। অ্যারাবেস্ক অন্য যেকোনো শৈল্পিক গঠন থেকে আলাদা। অ্যারাবেস্ক নামটা যথার্থ হয়েছে কারণ নান্দনিক দিক থেকে এটি ততটাই আরব যতটা আরব আরবি কবিতা বা আরবি কুরআন। এর উপস্থিতি যেকোনো পরিবেশকে

ইসলামি আবহ দান করে। এটাই বিশাল ভৌগোলিক সীমার মধ্যে বিস্তৃত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে শৈল্পিক সাযুজ্য দান করেছে। মূলত পাশাপাশি সজ্জিত অকেনগুলো ইউনিট বা ফিগারের সমন্বয়ে গঠিত। দর্শকের দৃষ্টি এক ইউনিট থেকে অন্য ইউনিটের দিকে অগ্রসর হয় যতক্ষণ না তার দৃষ্টি চিত্রকর্মটির বহির্কাঠামোর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে গিয়ে পৌঁছে। ফিগার বা ইউনিটগুলো পরিপূর্ণ এবং স্বাধীন। তারা পরস্পরযুক্ত থাকায় ফিগারের আউটলাইন বা নকশা অনুসরণ করে দর্শকদের দৃষ্টি বাধ্য হয় পরবর্তী ফিগারটির নকশা অনুসন্ধানে। এতেই সৃষ্টি হয় ছন্দ। এই ছন্দের গতি মন্থর হয় যদি ইউনিট বা ফিগারগুলো দূরে থাকে। কাছাকাছি থাকলে গতি হয় বেশি। আবার দৃষ্টি যদি বৃত্তাকৃতি বা ভগ্ন রেখায় বাঁধাগ্রস্ত হয় তবে অ্যারাবেস্ক আরো গতিশীলতা প্রাপ্ত হয়, অ্যারাবেস্কের গতিশীলতা যত বাড়ে দর্শকের মন তত সহজে এমন কল্পনা তৈরি করতে পারে যা শিল্পকর্মের বাহ্য কাঠামোর উর্ধ্বে চলে যেতে পারে।

অ্যারাবেস্ক দু'ধরনের হতে পারে Floral এবং Geometric (জ্যামিতিক)। অ্যারাবেস্কে যদি 'আত-তাওরিক' বা বৃন্ত-পাতা-ফুল ব্যবহার করে তাহলে তা Floral। আর যদি জ্যামিতিক আকৃতি ব্যবহার করে তবে তা Geometric (জ্যামিতিক)। জ্যামিতিক অ্যারাবেস্ক আবার দু'ধরনের হতে পারে: খাত (রৈখিক) এবং রামি (বংকিম)। 'খাত'-এ সরল বা ভগ্ন রেখা এবং 'রামি'তে বহুকেন্দ্রিক বক্ররেখা ব্যবহৃত হয়। অ্যারাবেস্ক দ্বিমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক উভয়ই হতে পারে। ত্রিমাত্রিক অ্যারাবেস্কের উদাহরণ হচ্ছে মাগরিব ও আন্দালুসিয়ার স্থাপত্য, কর্ডোভার মসজিদ, গ্রানাডার আলহামরা প্রাসাদ ইত্যাদি। আলহামরা প্রাসাদের গম্বুজ যে আর্কগুলোর সমন্বয়ে গঠিত তাতে এমন গতিশীলতা রয়েছে যার ছন্দবদ্ধতা দর্শককে আকৃষ্ট করে।

গ. আরবি ক্যালিওগ্রাফি: অতিন্দ্রীয় চেতনার সর্বোচ্চ শিল্প

সর্বক্ষেত্রে স্রষ্টার উপস্থিতি নিশ্চিত করতে মুসলিমরা এতোটাই উদগ্রীব ছিল যার ফলে তাদের মাধ্যমে এমন একটি প্যাটার্নের জন্ম নেয় যা গোটা মানবজাতির কাছে একেবারেই অজ্ঞাত ছিল।

ইসলামপূর্ব যুগে বিশ্ববাসী শব্দের নান্দনিকতার সাথে পরিচিত ছিল গদ্য সাহিত্য ও কবিতার মাধ্যমে। এসব ক্ষেত্রে আরব, মেসোপটেমিয়ান, হিব্রু, গ্রিক ও রোমানদের অবদান খাটো করার উপায় নেই। কিন্তু আরবিসহ তাদের কারো ক্ষেত্রেই শব্দের প্রতীকের সাথে কোনো নান্দনিকতার ধারণা সংযুক্ত ছিল না। সমগ্র বিশ্বব্যাপী লেখনি ছিল স্থূল এবং নান্দনিকভাবে আকর্ষণহীন ব্যাপার। এমনকি এখনও লেখার ব্যাপারটি প্রায় তেমনই রয়ে গেছে। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরবি স্ক্রিপ্টও ছিল নান্দনিক গুরুত্ব বর্জিত। কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের পরই মুসলমানরা একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে।

নিকটপ্রাচ্যের লোকেরা ক্যালিওগ্রাফি নামে প্রায় কিছুই জানতো না। রোমানরা কিছুটা ক্যালিগ্রাফিক যোগ্যতা অর্জন করলেও তা নান্দনিকতার মানোত্তীর্ণ ছিল না। আয়ারল্যাণ্ডের সেলটিক সন্ন্যাসীদের অবস্থাও সে রকমই ছিল। তাদের ক্যালিওগ্রাফিক মানও রোমানদের অতিক্রম করতে পারেনি। তারা অক্ষরগুলো কিছুটা গোলাকৃতি করে অলংকরণের মাধ্যমে সামান্য সৌন্দর্য বর্ধনের চেষ্টা করেছে মাত্র। অথচ পর্যায়ক্রমে মাত্র দুই জেনারেশনের মধ্যে মুসলিম শিল্পীরা আরবি শব্দকে একটি দৃশ্যমান শিল্পকর্মে রূপান্তরিত করলেন। শাব্দিক ও যৌক্তিক তাৎপর্যের বাইরে তারা শব্দগুলোকে নান্দনিক তাৎপর্য দান করলেন। অন্যান্য শিল্পের মতো এটাও ইসলামি চেতানা ধারণের উদ্দেশ্যই সাধন করলো।

ক্যালিওগ্রাফির বিকাশ সাধন

১. পূর্বে আরবির নাবাতিয়ান ও সিরিয় স্ক্রিপ্টে অক্ষরগুলো ল্যাটিন স্ক্রিপ্টের মতো পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছিল। আরব শিল্পীরা তাদের সংযুক্ত করলো যাতে অক্ষরের ওপর চোখ বুলানো বাদ দিয়ে এক দৃষ্টিতে একটি গোটা শব্দের এবং পর্যায়ক্রমে গোটা লাইনটির ইন্দ্রিয়জ উপলব্ধি সম্ভব হয়।

২. আরব শিল্পীরা বর্ণমালাকে স্থিতিস্থাপক বা প্লাসটিসাইজ (অর্থাৎ পরিবর্তনশীল, যা ভাংগাচুরা করা যায় এমন) করলেন। ফলে অক্ষরগুলোকে এখন যেদিকে খুশি সেদিকে ইচ্ছেমত টানা বা দীর্ঘায়িত করা, সংকুচিত করা, ঝুঁকিয়ে দেয়া, প্রসারিত করা, সোজা করা, বাঁকানো, ভাগ করা, মোটা করা, চিকন করা, আংশিক বা পূর্ণভাবে বর্ধিত করা সম্ভব হলো। ফলে অক্ষরগুলো পরিণত হলো অনুগত শিল্প উপাদানে, যারা ক্যালিওগ্রাফারের ইচ্ছেমত যেকোনো নান্দনিক আইডিয়া বাস্তবায়ন করতে প্রস্তুত।

৩. তারা অ্যারাবেস্কের Floration এবং Geometrization প্রক্রিয়া ক্যালিওগ্রাফিতে নিয়ে আসলেন। উদ্দেশ্য ছিল, শুধু লেখনীর অলংকরণ বৃদ্ধিই নয় বরং লেখনীকে পুরো একটা অ্যারাবেস্কে পরিণত করা।

ইসলাম বিশ্বাস করে আল্লাহর বাণী হচ্ছে তার সবচেয়ে নিকটতম ও বিশুদ্ধতম ইচ্ছার প্রকাশ। আর তাই এই বাণীর লেখনী হচ্ছে নান্দনিকতার চরম ও পরম স্তর। এ জন্যে এ শিল্প দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করে। প্রস্তরে, কাঠে, কাগজে, চর্মে কিংবা বস্ত্রে, গৃহে, দোকানে, মসজিদে অথবা প্রত্যেকটি প্রাচীর বা ছাদে আরবি লিখন হয়ে উঠল ইসলামের সাধারণ শিল্প। রাজা-বাদশাহ্ এবং প্রাকৃতিজন প্রত্যেকেই তাদের সমগ্র জীবনের জন্য একটি পরম আশা পোষণ করতেন: একখণ্ড সমগ্র কুরআন কপি করা এবং তা সমাপনের পর পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়া।

শেষে বলা যায়, গ্রিক ও রেনেসাঁর শিল্পকর্ম মানুষের মূল্য বৃদ্ধি করেছে এবং তাকে এমন উৎকর্ষে পৌঁছে দিয়েছে যে, সে এমনকি স্রষ্টার চেতনার সাথে সংযুক্ত হতে পারে। এভাবে সে মানুষকে মানবিক উৎকর্ষ ও আত্মোপলব্ধির স্তরে উন্নীত করেছে। ইসলামি শিল্পকলাও একইভাবে মানবিক উৎকর্ষতা ও আত্মোপলব্ধি অর্জনের চেষ্টা করেছে, কিন্তু তা করেছে স্রষ্টার উপস্থিতিকে সামনে রেখে। ফলে ইসলামি শিল্পকলার আদর্শবাদ নিজেকে শৃঙ্খলার অধীনে স্থাপন করেছে। এটা কি এক ধরনের সীমাবদ্ধতা নয়? অবশ্যই। তবে এ সীমাবদ্ধতা ইন্দ্রিয়াতীত মূল্যমান অর্থাৎ স্রষ্টা দ্বারা আরোপিত। ইসলামি শিল্পের শ্রেষ্ঠত্ব হচ্ছে খোদ ইসলামের মহত্ব অনুসন্ধান এবং সর্বদা পরম অতিন্দ্রীয় (Transcendent) সত্তা অর্থাৎ স্রষ্টা থেকে পার্থক্যের দূরত্ব বজায় রাখা।